UNITED PEOPLES DEMOCRATIC FRONT (UPDF)
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

(A political party based in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh)
Mailing Address :Swanirbhar bazaar, Khagrachari, Northern Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.
Email. updfcht@yahoo.com Website: www.updfcht.com

Ref: *Date:* ২৬ *ডিসেম্বর* ২০২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানে ইউপিডিএফের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানে আজ ২৬ ডিসেম্বর ২০২১, রবিবার ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীনায় পালিত হয়েছে।

এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মূল আহ্বান ছিল- **"আসুন, জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলি"** ।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসুচির মধ্যে ছিল বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ব্যানার-ফেস্টুন টাঙানো, দেওয়াল লিখন-চিকা মারা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের সম্মান জানানো, দলীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে দলীয় পতাকা উত্তোলন, শিশু র‍্যালি, চা-চক্র, শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, কুইজ, রচনা লেখার প্রতিযোগীতা ইত্যাদি।

খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন স্থানে নানা আনুষ্ঠানিকতায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসুচি পালন করা হয়।

খাগড়াছড়ি জেলার মধ্যে খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, দীঘিনালা, লক্ষ্মীছড়ি, গুইমারা, রামগড় সহ বেশ কিছু স্থানে এবং রাঙামাটি জেলার কুদুকছড়ি, বাঘাইছড়ি, নান্যাচর, কাউখালী, লংগুদুসহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

এছাড়া প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয় এবং ইউপিডএফ সভাপতি প্রসিত বিকাশ খীসা সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি প্রদান করেন। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে দমন-পীড়ন বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)-এর প্রতি যৌথ আন্দোলনের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

এদিকে ইউপিডিএফের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি বানচাল করে দেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর তৎপরতার বৃদ্ধি করা হয়। মুল অনুষ্ঠানের দু' একদিন আগে থেকে সেনাবাহিনী ও বিজিবির সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে টাঙানো ইউপিডিএফের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ব্যানার-ফেস্টুন খুলে নিয়ে যায়।

যেসব স্থানে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি পালন করা হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি তুলে ধরা হলো:

খাগড়াছড়ি সদর: আজ ২৬ ডিসেম্বর ২০২১, রবিবার, সকালে ইউপিডিএফের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে খাগড়াছড়ি সদর এলাকায় নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল দলীয় পতাকা উত্তোলন, অস্থায়ী শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তক অর্পণ, শিশু-কিশোর ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চিত্রাঙ্কন, রচনা, আবৃত্তি, কুইজ ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগীতাসহ নানা আয়োজন। এ সময় রঙ বেরঙের পতাকা ও ব্যানার ফেস্টুনে সাজানো হয় অনুষ্ঠানস্থল। এছাড়াও সদরস্থ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে পার্টির শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন টাঙানো হয়।

"আসুন, জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলি" এই শ্লোগানে সকাল ৯.৩০টায় শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রীসহ 'অগ্রণী শিশু-কিশোর কেন্দ্রের' সদস্য, গণসংগঠনের নেতা-কর্মীরা, শহীদ পরিবারবর্গ ও শুভাকাঙ্ক্ষী-সমর্থকসহ বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

এরপর ২৩ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে লড়াই সংগ্রামে সাহসিকতার সাথে ভূমিকা রেখে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

ইউপিডিএফ, পিসিপি, এইচডব্লিএফ এর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হায়। ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি সদর ইউনিটের পক্ষ থেকে ইউনিট সমন্বয়ক অংগ্য মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক সমর চাকমা ও জেলা সভাপতি নরেশ ত্রিপুরা, ডিওয়াইএফ প্রতিনিধি লিটন চাকমা ও এইচডব্লিএফ সদস্য শিউলি ত্রিপুরা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অগ্রণী শিশু-কিশোর কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সৈকত বসু, অনিন্ধিতা চাকমা ও সোহাগী চাকমা। শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন একি চাকমা ও দয়ানন্দি চাকমা।

শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পর শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে দুই মিনিটি নিরবতা পালন করা হয়।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে ইউপিডিএফ-এর সংগঠক বিপুল চাকমার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফের খাগড়াছড়ি ইউনিটের সমন্বয়ক অংগ্য মারমা।

অংগ্য মারমা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ২৩ বছরের আন্দোলনের পথ অতিক্রম করা এত সহজ ছিল না। শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন, গ্রেফতার, হত্যা, অপহরণ, গুম ইত্যাদির শিকার হয়েও ইউপিডিএফ দমে যায়নি। শাসকগোষ্ঠীর সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত নস্যাৎ করে ইউপিডিএফ তার লক্ষ্যে অবিচল রয়েছে এবং জনগণের মুক্তির জন্য পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন আর অদম্য কর্মী বাহিনীর সাহায্যে ইউপিডিএফ শাসকগোষ্ঠী ও তার দোসরদের সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা, সকল অপপ্রচার-মিথ্যাচার, একে একে নস্যাৎ করে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা স্পষ্ট যে, এ পার্টি-ই জনগণের স্বার্থ রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর মতো নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে ইউপিডিএফের নেতৃত্বে মুক্তিকামী জনতা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নব উদ্যোমে সংগঠিত হচ্ছে এবং নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী হয়েছে।'

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনকারী সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'রাজনৈতিকভাবে আমাদের জুম্মদের মধ্যে যতই মত পার্থক্যই থাকুক, যত তিক্ততাই থাকুক, জাতীয় অস্তিত্বের চেয়ে সে সব বড় কিছু নয়। প্রিয় জন্মভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি আমরা অধিকার ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে চাই তাহলে তিক্ততা, বিভেদ ভুলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষাই এখন আমাদের প্রধান কর্মসূচি হওয়া জরুরি।'

তার বক্তব্যের শেষে শিশু-কিশোর ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগীতার অনুষ্ঠান থাকলেও, একদল সেনা সদস্য অনুষ্ঠান স্থলের আশেপাশে উপস্থিত হলে নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে সেসব স্থগিত করা হয়। শিশু কিশোররা ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসেছিল।

লক্ষ্মীছড়ি : "জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ইউপিডিএফ! দাসসুলভ বশ্যতা স্বীকারে যারা নারাজ, তারা এসো ইউপিডিএফ-এর পতাকাতলে! বিজয় অর্জনে প্রস্তুত হোন, ইউপিডিএফ-এর প্রদর্শিত পথে চলুন! জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় লিপ্ত গণ-শত্রুদের সমাজে স্থান দেবেন না!" এসব শ্লোগানে আজ সকালে দলীয় সংগীত বাজনার তালে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন ইউপিডিএফ-এর সংগঠক দেবেশ চাকমা।

অনুষ্ঠানে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আত্মবলিদানকারী সকল শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

এরপর আয়োজিত সভায় ইউপিডিএফ-এর লক্ষ্মীছড়ি ইউনিটের সদস্য বিবেক চাকমার সঞ্চালনায় ও ইউপিডিএফ-এর সংগঠক দেবেশ চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি পাইচি মার্মা, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি রিটন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা শাখার সদস্য মধুমালা চাকমা, প্রাক্তন মেম্বার শ্যামল চাকমা ও বিশিষ্ট মুরুব্বী পূর্ণ মাজি চাকমা।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইউপিডিএফের পতাকাতলে সমবেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

দীঘিনালা: খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় দলীয় সঙ্গীত বাজনা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সকাল ৯টায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান শুরু হয়। দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন ইউপিডিএফের দীঘিনালা ইউনিট সমন্বয়ক মিল্টন চাকমা। এরপর অস্থায়ী শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

কর্মসূচির মধ্যে আরো ছিল চা চক্র এবং রচনা ও কুইজ প্রতিযোগীতা।

পরে অনুষ্ঠানে ইউপিডিএফ দীঘিনালা উপজেলা ইউনিটের সমন্বয়ক মিল্টন চাকমার সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ সংগঠক সজীব চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দীঘিনালা উপজেলা সভাপতি জ্ঞান প্রসাদ চাকমা, পিসিপি দীঘিনালা উপজেলা সভাপতি অনন্ত চাকমা ও শুকনাছড়ি গ্রামের বিশিষ্ট মুরুব্বী বিমল কান্তি চাকমা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইউপিডিএফ সংগঠক সুজয় চাকমা।

অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরসহ এলাকার জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেন।

এরপর দুপুরে বিভিন্ন এলাকার মুরুব্বীদের নিয়ে চা চক্র আয়োজন করা হয়।

পানছড়ি: খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়িতে ইউপিডিএফের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিশু র‍্যালিসহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তবে উপজেলার বিভন্ন স্থানে টাঙানো ব্যানার-ফেস্টুন বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা খুলে নিয়ে যায়।

নান্যাচর (রাঙামাটি): আজ ২৬ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮টায় আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় সংগীত পরিবেশন ও পার্টি পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ইউপিডিএফ'র ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে অংশগ্রহণকারীগণ দলীয় পতাকার প্রতি স্যালুট প্রদান করেন।

এরপর পাটির নেতা-কর্মী, সমর্থক-শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিতিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আত্মবলিদানকারী সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ইউপিডিএফের পক্ষে সুকীর্তি চাকমা, তিন সংগঠনের পক্ষে নেপচুন চাকমা ও শহীদ পরিবারবর্গের পক্ষে শান্তনা চাকমা।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে লড়াই সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী সকল বীর শহীদের স্মরণে দুই মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এ সময় করুণ সুরে বিউগল বাজানো হয়।

এরপর অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ'র নান্যাচর ইউনিটের সমন্বয়ক সুকীর্তি চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়তম চাকমা, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য নেপচুন চাকমা ও ইউপিডিএফ'র রাঙামাটি জেলা সদস্য শান্তিময় চাকমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, গঠনলগ্ন থেকে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের মধ্য দিয়ে ইউপিডিএফ আজ ২৩ বছর পুর্ণ করেছে। আগামী দিনে আরো কঠিন কঠোর পরিস্থিতি মোকাবেলা করে ইউপিডিএফ তার ন্যায্য অধিকারের লড়াই চালিয়ে যাবে। তারা ইউপিডিএফের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লড়াইকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আপামর জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বাঘাইছড়ি (রাঙামাটি) : রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে "লড়াই সংগ্রামে বিভ্রান্তি ও বিভেদ সৃষ্টিকারি সকল অপতৎপরতা ভেস্তে দিন" এই শ্লোগানে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। আজ ২৬ ডিসেম্বব ২০২১ সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ইউপিডিএফ ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্টান শুরু হয়। এ সময় 'আমরা করবো জয়' গানটি বাজানো হয়।

এরপর অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এতে প্রথমে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ইউপিডিএফের কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা। এরপর ইংগেছ চাকমার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নেতৃবৃন্দ, শহীদ পরিবারবর্গ ও এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ইউপিডিএফ সংগঠক রিয়েল চাকমার সঞ্চালনায় ও সচিব চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাঘাইছড়ি উপজেলার ইউপিডিএফ সমন্বয়ক অক্ষয় চাকমা ও বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠান বানচাল করতে সেনাবাহিনীর ব্যাপক তৎপরতা সত্বেও শত শত জনসাধারণ স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করায় বক্তারা তাদের ধন্যবাদ জানান। তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার পেতে হলে ভয় পেলে চলবে না। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারলে যে কোন অপশক্তি পিছপা হতে বাধ্য হবে। তাই আমাদের এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

বক্তারা ইউপিডএফের পতাকাতলে সমবেত হয়ে আগামী দিনের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন বেগবান করতে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

কাউখালী (রাঙামাটি) : কাউখালীতে আজ সকাল ৯ টায় দলীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন ও অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের মধ্য দিয়ে ইউপিডিএফ-এর ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে পার্টি পতাকা উত্তোলন করেন ইউপিডিএফ সংগঠক বিদ্যাময় চাকমা।

ইউপিডিএফ নেতা চাইশিউ মারমার সঞ্চালয় অনুষ্ঠিত সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ নেতা মনু মারমা। এতে অন্যান্যদের আরো বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের রাঙামাটি জেলা শাখার সম্পাদক থুইনুমং মারমা, পিসিপি'র রাঙামাটি জেলা শাখার নেতা সতেজ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কাউখালী শাখার সম্পাদক পাইথুইমা মারমা, বিশিষ্ট মুরুব্বী মংবাসি মারাম ও অংচিং থোয়াই মারমা।

বক্তারা বলেন, ইউপিডিএফ হচ্ছে পোড় খাওয়া পার্টি। ১৯৯৮ সালে ২৬ ডিসেম্বর পার্টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি জুম্ম জনগণের অধিকার আদায় তথা পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। শুরু থেকে সকল প্রকার নিপীড়ন-নিযাতন সহ্য করে পার্টি তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। পার্টি এবং জনগণ এক মন, এক প্রাণ হয়ে কাজ করলে দুনিয়ার কোন অপশক্তি পার্টিকে বিনাশ করতে পারবে না।

বার্তা প্রেরক

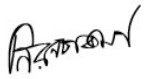

নিরন চাকমা
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)